দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 09 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

180

জরিপ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঃ সন্ত্রাস, সেশনজট ও সংশ্লিষ্টদের জবাবদিহিতা প্রসঙ্গে

(পূর্ব প্রকাশের পর)

আজকাল কর্মকর্তারা পরীক্ষার হলে ডিউটি করেন, উত্তরপত্র মূল্যায়ন করেন, টেবুলেশন করেন। শুধু ক্লাস নিতে সাহস করছেন না। একজন অফিসারের যোগ্যতা কমপক্ষে গ্রাজুয়েট হওয়া উচিত বলে উত্তরদাতারা মত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ অফিসার ম্যাট্রিক পাস। এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা মাষ্টার্স ডিগ্রী নিচ্ছেন তাঁদেরও এখানে চাকরি পাবার সম্ভাবনা নেই। কারণ কর্মকর্তা-কর্মচারী মারা গেলে অথবা অবসর নিলে তাঁদের ছেলেমেয়েদের সে চাকরি দেয়া হচ্ছে যোগ্যতার বাছ-বিচার না করেই।

সবচেয়ে বিশৃঙ্খলা দেখা যাচ্ছে পরিবহন খাতে। অনেকেই এটাকে এক নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি বলে উল্লেখ করেছেন। শিক্ষক অথবা কর্মকর্তা-কর্মচারী কারও কর্তব্যে অবহেলার জন্য কোন প্রকার শাস্তির ব্যবস্থা নেয়া যায় না, যদিও তা আর্থিক কারচুপি কিংবা প্রশ্ন ফাঁসের মতো মারাত্মক ঘটনাও হয়। জগন্নাথ হলের দুর্ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের আজও কোন শাস্তির ব্যবস্থা হয়নি। রাজনীতি আমাদেরকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। নিয়ম-শৃঙ্খলা এখানে দুর্বল ও নীতিবানদের ক্ষেত্রেই কেবল প্রযোজ্য। কর্মকর্তা এবং কর্মচারীদের কাজের যোগ্যতা যাচাই করে এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগদানের প্রক্রিয়া বিশেষ করে বিগত ২০ বছরে অনেক শিথিল হয়ে গেছে। এমনকি ফাইল রাখার সুষ্ঠু ব্যবস্থা না থাকায় বিভিন্ন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে এবং খেসারত দিয়ে যাচ্ছে। ফাইল গায়েব করা এখন আর তেমন কোন অপরাধ বলে বিবেচিত হচ্ছে না। আমাদের উত্তরদাতারা জানিয়েছেন যে, হলগুলো হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের ভিত্তিপ্রস্তর, যা অযত্নে ও অবহেলায় ভেঙ্গে পড়েছে। হলের আবাসিক শিক্ষকগণও এখন হলে না থেকে অন্যত্র থাকছেন আর্থিক দিক থেকে লাভবান হবার কারণে। হলে প্রভোষ্ট ও আবাসিক শিক্ষক নিয়োগ এখন আর আগের মতো সুশৃঙ্খল নয়। দলীয় বিবেচনায় এসব ক্ষেত্রে শিক্ষক সমিতির সুপারিশক্রমে সিন্ডিকেটের পাস করা আইনও ভূলুণ্ঠিত হচ্ছে।

সন্ত্রাস দমনে প্রস্তাবিত পদক্ষেপ প্রসঙ্গে

সন্ত্রাস দমনে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোকে নিম্নোক্ত দশ ভাগে বিভক্ত করে উপস্থাপন করা যায়। নিম্নে শতকরা হিসাবে তাদের বণ্টন দেখুন।

১. সরকার ও রাষ্ট্রক্ষমতার প্রচেষ্টায়ই সন্ত্রাস দমন করা যায় (১৯.৬%); ২. অপরাধীদের উদাহরণমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে (১৩.৬%); ৩. বিশ্ববিদ্যালয়ের বুড়ো-খোকাদের রাজনীতি বন্ধ করলে (১৩.৬%); ৪. পারিবারিকভাবে সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলে(১২.৮০%); ৫. হল - প্রশাসন সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করলে (১০.০০%); ৬. শিক্ষকগণ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে সোচ্চার নয় বলে (০৮.৮০%); ৭. সন্ত্রাসীদের সামাজিকভাবে বয়কট করলে (০৭.৬০%); ৮. সন্ত্রাসে মদদকারীদের খুঁজে বের করে শাস্তির ব্যবস্থা করলে (০৫.২০%); ৯. নিয়মিত শিক্ষা কার্যক্রম বহাল রাখা ও নিয়ম শিথিল না করলে (০৪.৮০%); ১০. বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করলে (০৪.০০%)।

সরকার ও রাষ্ট্রক্ষমতার প্রচেষ্টায়ই সন্ত্রাস দমনে মুখ্য ভূমিকা রাখতে পারে। অপরাধীদের উদাহরণমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করলে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হ্রাস পাবে। বেআইনী অস্ত্রবিরোধী আইন সন্ত্রাসের উর্ধগতি ও সন্ত্রাস প্রবণতাকে অনেকাংশে রোধ করেছে। সরকারের এ পদক্ষেপকে অধিকাংশ উত্তরদাতা অভিনন্দন জানিয়েছে। রাজনৈতিক দল তাদের অঙ্গ সংগঠনের পেশাজীবীদের ব্যবহার না করলে সন্ত্রাস কমে যাবে বলে অনেকে মত প্রকাশ করেছেন।

(চলবে)